গৌড়ীয ব্যাকরণ।

হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষমহাশয়াদগের আদেশে

পাঠশালার ব্যবহারার্থ

রাজশ্রী রামমোহন রায়কৃত গ্রন্থের সংক্ষেপ

মজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সূচীপত্র।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

প্রথমাধ্যায়।

বর্ণ বিধান।

ব্যাকরণ তাহাকে বলা যায় যাহার জ্ঞানদ্বারা উচ্চারণ শুদ্ধি, লিপি শুদ্ধি, অর্থাৎ যথা যোগ্যস্থানে পদ বিন্যাসের ক্ষমতা হয়।

ব্যাকরণ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, এক বর্ণ দ্বিতীয় পদ।

পদের অবয়বকে বর্ণ কহা যায়. সে বর্ণ দুই প্রকার, স্বর ও হল যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। এই ষোড়শ বর্ণ স্বর হয়। কিন্তু ঌ ৡ ভিন্ন স্বর হল বর্ণে যুক্ত হইলে এই প্রকার সাঙ্কেতিক লেখা যায়।

া ি ী ু ূ ৃ ৄ ে ৈ ো ৌ ং ঃ

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ। এই ৩৪ বর্ণ হল।

উভয়ের উচ্চারণ স্থান।

অ আ হ ক খ গ ঘ ঙ এই কয় অক্ষর কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়। ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ শ য় এই কয় বর্ণের উচ্চারণ তালু হইতে, ঋ ঋৃ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইহাদের উচ্চারণ মূৰ্দ্ধ হইতে, ঌ ৡ ত থ দ ধ ন ল স এই কয় বর্ণ দন্ত হইতে উচ্চারিত হয় উ ঊ প ফ ব ভ ম এই কয় বর্ণের উচ্চারণ ওষ্ঠ হইতে হয়।

এ ঐ ইহার উচ্চারণ কণ্ঠ তালু, ও ঔ ইহার উচ্চারণ কণ্ঠ ওষ্ঠ, অন্ত্যস্থ ব দন্ত ওষ্ঠ উভয় স্থান হইতে উচ্চারিত হয়।

গৌড়ীয় ভাষাতে বিশেষ এই যে ঙ সানুনাসিক উচ্চারিত হয় কিন্তু অন্য বর্ণের সংযোগে অনুস্বারের ন্যায় উচ্চারণ হইয়া থাকে যেমন লঙ্কা গঙ্গা ইত্যাদি। ঞ সানুনাসিক কিন্তু অন্য বর্ণযোগে নকার প্রায় উচ্চারণ হয় যেমন সঞ্চয় বরঞ্চ ইত্যাদি। আর জকারের নীচে সংযুক্ত হইলে "গ্যঁ" ইহার ন্যায় উচ্চারণ হয় যেমন অজ্ঞ যজ্ঞ ইত্যাদি। ড ঢ যখন পদের মধ্যে কিম্বা পদের অন্তে থাকে তখন ড় ঢ় এরূপ উচ্চারণ হয় যেমন বিড়াল বড় আঢ়ক আষাঢ় ইত্যাদি কিন্তু পদের আদিতে অথবা হল বর্ণান্তর সংযুক্ত হইলে স্বাভাবিক উচ্চারণ হয় যেমন ডাল

ঢাল ওড়ু আঢ্য। য় পদের আদি থাকিলে জকারের ন্যায় উচ্চারণ হয় কিন্তু পদের মধ্যে অথবা অন্তে থাকিলে স্বাভাবিক উচ্চারণ রাখে বিশেষ এই যে দ্বিত্ব হইলে "জ্য" ইহার ন্যায় উচ্চারণ হয় যেমন যমুনা ময়ূর বিষয় ন্যায্য। কিন্তু হকারে সংযুক্ত হইলে "ঝ্য" ইহার তুল্য উচ্চারণ হয় যেমন উহ্য। অন্ত্যস্থ ব ও বর্গীয় ব উভয়ের লিখনে ও উচ্চারণে প্রভেদ নাই কিন্তু যখন বর্ণান্তরের সহিত সংযুক্ত হয় তখন অন্ত্যস্থ 'ব' কারের ন্যায় উচ্চারণ রাখে যেমন দ্বার, কিন্তু র, গ, ম, ইহার পরে সংযুক্ত হইলে বর্গীয় 'ব' কারের ন্যায় উচ্চারণ হয় যেমন বর্ব্বর সুগ্বান্ অম্বা। শ ষ স এই তিন বর্ণ গৌড়ীয় ভাষায় এক প্রকারে উচ্চারিত হয়। কিন্তু 'শ' যখন র ঋ এই দুইয়ের প্রথমে সংযুক্ত হয় তখন দন্ত্যরূপে উচ্চারণ হয় যেমন শ্রদ্ধা শৃগাল। এবং স, ত থ ন র প ঋ ইহার প্রথমে সংযুক্ত হইলে আপনার দন্ত্য উচ্চারণ রাখিবেক যেমন স্তব স্থান স্নান স্রুক্ লিপ্সা সৃষ্টি। ক্ষ, ক ষ এই দুই বর্ণের যোগে হয় তথাপি "খ্য" ইহার ন্যায় উচ্চারণ রাখে।

গৌড়ীয় ভাষায় সংযুক্ত ও কোন২ বিশেষণ ভিন্ন অকারান্ত তাবৎ শব্দ হলন্তের ন্যায় উচ্চারণ করে যেমন ঘট্ শব্দ ছোট বড়।

পদ বিবরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১ প্রকরণ।

অর্থ বোধক শব্দকে পদ কহা যায়।

পদ, বিশেষ্য, বিশেষণরূপে দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। যে পদের অর্থ অন্য শব্দার্থের অধীন না হয় তাহাকে বিশেষ্য পদ কহা যায়, আর যাহার অর্থ অন্য শব্দার্থের অপেক্ষিত হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহি যেমন দেবদত্ত যাইতেছেন, বুদ্ধিমান্ দেবদত্ত ইত্যাদি স্থলে দেবদত্ত শব্দের অর্থ অনধীনরূপে প্রতীত হইতেছে, অতএব দেবদত্ত পদ বিশেষ্য আর যাইতেছেন ও বুদ্ধিমান্ শব্দের অর্থ দেবদত্তের অধীন হয় একারণ তাহারা বিশেষণ হয়।

বিশেষ্য অথবা নাম পদের বিভাগ।

বিশেষ্যপদ চারিপ্রকারে বিভক্ত হয় যথা, সাধারণ সংজ্ঞা, সামান্যসংজ্ঞা, ব্যক্তি সংজ্ঞা, প্রতিসংজ্ঞা।

এক জাতীয় সমূহ বাচক শব্দকে সাধারণ সংজ্ঞা কহা যায় যেমন মনুষ্যআম্র। নানাজাতীয় সমূহের বাচকশব্দকে

সামান্য সংজ্ঞা কহা যায় যেমন পশু বৃক্ষ। যে নাম ব্যক্তি অথবা বস্তুর প্রতি অসাধারণরূপে নির্ধারিত হয় তাহাকে ব্যক্তিসংজ্ঞা কহি যেমন দেবদত্ত, বারাণসী। প্রতিনিধিরূপে-সর্ব্ব পদার্থের বাচক যে শব্দ তাহাকে প্রতি সংজ্ঞা কহা যায় যেমন সে, এ, তুমি, আমি, ইত্যাদি।

বিশেষণ পদের বিভাগ।

গুণাত্মক, ক্রিয়াত্মক, ক্রিয়াপেক্ষক্রিয়াত্মক, বিশেষণীয় বিশেষণ, সম্বন্ধীয়বিশেষণ, সমুচ্চায়ার্থবিশেষণ, অন্তর্ভাব বিশেষণ, এই সাত প্রকারে বিশেষণ পদ বিভক্ত হয়। যে সকল বিশেষণ পদ কাল সম্বন্ধ ব্যতিরেকে বস্তুর গুণ অথবা অবস্থাকে প্রতিপন্ন করে সে গুণাত্মক বিশেষণ হয় যেমন ভাল মন্দ জরা পীড়িত ইত্যাদি, এস্থলে কোন কাল বিশেষের প্রতীতি না হইয়া বস্তুর গুণ যে ভাল অথবা মন্দ ও জরা অথবা পীড়িত অবস্থা তাহা প্রতিপন্ন হইল। যাহারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কাল সম্বলিত অবস্থাকে বোধ করায় তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি যেমন আমি পাঠ করিয়াছি, করিব, করিতেছি এই উদাহরণে ভূতকালে বর্ত্তমানকালে ও ভবিষ্যৎকালে কর্ত্তা যে আমি আমার পাঠাবস্থার প্রতীতি হইতেছে। যে সকল বিশেষণ পদ ক্রিয়াগত কালের সাপেক্ষ হইয়া বস্তুর কাল

সংক্রান্ত অবস্থাকে কহে তাহাকে ক্রিয়াপেক্ষক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহাযায় যেমন তিনি পাঠ করত বাহিরে গেলেন, এদৃষ্টান্তে কর্ত্তার পাঠ সমান কালীন বাহির গমনাবস্থা বোধ হয় অথচ পাঠক্রিয়া, গমনক্রিয়ার কাল সাপেক্ষ হইল। যে সকল বিশেষণ পদ ক্রিয়া কিম্বা গুণাত্মক বিশেষণের অবস্থাকে কহে সেই সকল, পদ বিশেষণীয় বিশেষণ হয় যেমন তিনি শীঘ্র যান, তিনি অত্যন্ত মৃদ হন, এস্থলে যান ক্রিয়ার শীঘ্রতা ও গুণাত্মক বিশেষণ যে মৃদু তাহার আতিশয্য প্রতীত হইল। যে সকল শব্দকে পদের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিয়ম মতে রাখিলে সেই পদের সহিত অন্য শব্দের সম্বন্ধ বোধ করায় সেই সকল শব্দকে সম্বন্ধীয়বিশেষণ কহি যেমন সে নগর হইতে গেল এ বাক্যে "হইতে" শব্দ দ্বারা গেলেন এই ক্রিয়ার সহিত নগরের ও কর্ত্তার সম্বন্ধ বোধ হইল। যে সকল শব্দ বাক্য দ্বয়ের মধ্যে থাকিয়া ঐ দুই বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ করায় অথবা দুই শব্দের মধ্যে থাকিয়া এক ক্রিয়াতে অন্বয় বোধক হয় কিন্তু কোন শব্দের রূপের বিপর্য্যয় করেনা সেই সকল শব্দকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি যেমন তিনি আমাকে অন্নদিতে চাহিলেন কিন্তু আমি স্বীকার করিলাম না। তুমি এবং আমি তথায় যাইব, এ উদাহরণে 'কিন্তু' শব্দদ্বারা বাক্যদ্বয়ের

পরস্পার সম্বন্ধ বোধ হইল আর 'এবং' শব্দদ্বারা যাইব ক্রিয়াতে তোমার ও আমার উভয়ের অন্বয় প্রতীতি হইল। যাহা অন্য শব্দের সংযোগ ব্যতিরেকেও অন্তঃকরণের ভাবকে বুঝায় তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহা যায় যেমন হা, আমি কি কর্ম্মকরিলাম এ স্থলে "হা" শব্দ দ্বারা অন্তঃ-করণের খেদকে বুঝাইল।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

নামের রূপ বিবরণ।

ক্রিয়ার সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধকে ও পদার্থের সহিত পদার্থের সম্বন্ধকে যে বিশেষ২ আকারের পরিণাম দ্বারা ব্যক্ত করাযায় তাহাকে নামের রূপ কহি যেমন রাম মারিতেছেন, রামের ঘর। কখন বা পদের ক্রমবিন্যাস দ্বারা পরিণাম বিনা রূপের উদ্বোধ করায়। যেমন বালক ঘর ভাঙ্গিলেক এস্থলে কর্তৃ পদ ও কর্ম্মপদ উভয়ের কোন বিশেষ চিহ্ন নাই কিন্তু বালক পদের পূর্ব্ববিন্যাস ও ভাঙ্গিলেক এই ক্রিয়ার বালক কর্তৃক নিষ্পত্তি ইহার দ্বারা বালক পদ কর্ত্তা আর ঘর পদ ক্রিয়ার নৈকট্য ও ক্রিয়ার ব্যাপ্তি প্রযুক্ত কর্ম্ম হইল। কখন বা সম্বন্ধীয় বিশে-

ষণকে পরে আনিবার দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যেমন ঘর হইতে গেলেন।

পদের চারি প্রকার রূপের দ্বারা গৌড়ীয় ভাষাতে অর্থ সিদ্ধি হয় যথা, কর্ত্তা, কর্ম্ম, অধিকরণ, সম্বন্ধ।

যাহার প্রাধান্যরূপে ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হয় তাহাকে কর্ত্তা কহি যেমন দেবদত্ত আসনে বসিলেন, এবাক্যে বসিলেন ক্রিয়াতে দেবত্তের প্রাধান্যরূপে অন্বয় হইল। কর্ম্ম তাহাকে বলা যায় যাহাতে কর্ত্তার ক্রিয়া সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্যাপ্ত হয় যেমন দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে মারিলেন, তিনি দেবদত্তকে টাকা দিতেছেন। এই দুই বাক্যের প্রথম বাক্যে 'মারিলেন' এই ক্রিয়ার যজ্ঞদত্তে সাক্ষাৎ ব্যাপ্ত হইল। আর দ্বিতীয় বাক্যে 'দিতেছেন' এই ক্রিয়া দেবদত্তে পরম্পরায় ও টাকাতে সাক্ষাৎ ব্যাপ্ত হইল। দান কহন ইত্যাদি ক্রিয়াতে গৌণ মুখ্য দুই প্রকার কর্ম্ম হইয়া থাকে যাহাতে পরম্পরায় ক্রিয়ার ব্যাপ্তি হয় তাহাকে গৌণ, যাহাতে সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ব্যাপ্তি থাকে তাহাকে মুখ্য কর্ম্ম কহি যেমন দেবদত্ত যজ্ঞ দত্তকে এই কথা কহিলেন। যাহাতে ক্রিয়ার অবস্থিতি হয় তাহাকে অধিকরণ কহাযায় যেমন কলশীতে জল আছে তিনি ঘরে আছেন।

সম্বন্ধ তাহাকে বলা যায় যাহার দ্বারা এক নামের সহিত অন্য নামের অন্বয় হইয়া মিলিতার্থ বোধ করায় যেমন দেবদত্তের ঘর, এস্থলে দেবদত্ত নামের, ঘর এই নামের সহিত অন্বয় হইয়া দেবদত্ত সম্বন্ধীয় ঘর বোধ হইল।

যাহার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় করণ কহেন কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে তদ্বোধের নিমিত্ত কর্তৃ পদের পরে "দ্বারা" কিম্বা "দিয়া" শব্দের প্রয়োগ করা যায় যেমন ছুরি দ্বারা অথবা দিয়া কাটিলেক, কখন সম্বন্ধ পরিণামের পরে "দ্বারা" শব্দ আসিয়া থাকে যেমন ছুরির দ্বারা কাটিলেক অতএব সংস্কৃতের ন্যায় গৌড়ীয় ভাষায় করণ বোধের নিমিত্ত শব্দের পৃথক্‌রূপ হয় না। যে বস্তু হইতে অন্য বস্তুর নিঃসরণাদি ক্রিয়া হয় তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় অপাদান কহিয়া থাকেন কিন্তু গৌড়ীয় ভাষায় উক্ত অপাদান যদি এক বচনান্ত হয় তবে তাহার পরে "হইতে" শব্দ প্রয়োগ হয় যেমন বৃক্ষ হইতে পড়িল, আর বহু বচনান্ত হইলে সম্বন্ধীয় পরিণাম পদের পরে "হইতে" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে যেমন মন্ত্রিদের হইতে এই কর্ম্ম হইল। অতএব গৌড়ীয় ভাষায় অপাদানে শব্দের রূপান্তর হয় না। যখন কোন বস্তুকে যাথার্থ্যমতে অথবা আরোপিতমতে অভিমুখ করিবার নিমিত্ত 'হে' 'ও'

ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করা যায় তখন কর্ত্তৃ পদের অবিকল রূপ থাকে যেমন হে মহাশয়, হে মহাশয়েরা কিন্তু যখন 'হে' 'ও' ইত্যাদি শব্দ ব্যতিরেকে অভিমুখ করা অভিপ্রেত হয় তখন সম্বোধ্যপদের অন্ত্যস্বর গুরু উচ্চারণ-হইবেক যেমন মহাশয় অতএব গৌড়ীয় ভাষায় সম্বোধন বিষয় শব্দের পৃথক্ রূপ হয় না।

তৃতীয় প্রকরণ।

নামের বচন ও রূপ।

এক বস্তুর অথবা অনেক বস্তুর একত্বাভিপ্রায়ে যে অবিকল শব্দের প্রয়োগ করা যায় তাহাকে এক বচন কহা যায়, যেমন মনুষ্য, জগৎ। শব্দ সকল যখন রূপান্তর হইয়া একাধিক বস্তুর বোধক হয় তখন তাহাকে বহুবচন কহা যায় এবং তাহার অন্তে অর্থাৎ কর্ত্তৃ পদে 'রা' ও কর্ম্ম পদে "দিগকে" অধিকরণে, 'দিগে' অথবা 'দিগেতে' সম্বন্ধ পদে 'দিগের' অথবা 'দের' এই কয় বিভক্তির প্রয়োগ হয় বিশেষ এই যে কর্ত্তৃ পদে অকারান্ত শব্দের অকারস্থানে 'এ' ও হলন্ত শব্দের অন্তে 'এ' যোগ হয়, যেমন মনুষ্যেরা কিন্তু মনুষ্য শব্দের ও মনুষ্যের গুণবাচক শব্দের এই

প্রকার রূপান্তর হয় যেমন পণ্ডিত পণ্ডিতেরা। এতদ্ভিন্ন বস্তুবাচক শব্দমাত্রের পরে বহুবচনাভিপ্রায়ে রূপান্তর না হইয়া 'সকল' ইত্যাদি বহুত্ব বোধক শব্দের প্রয়োগ হয় যেমন পশু সকল। এবং বহুত্ব বাচক "সকল" ইত্যাদি শব্দের মনুষ্য জাতিতেও এইরূপ প্রয়োগ হয়, যেমন মনুষ্য সকল।

কর্ত্তা, কর্ম্ম, অধিকরণ, সম্বন্ধ, পদের রূপ।

কর্ত্তা পদে শব্দের অবিকলরূপ থাকে কিন্তু কখন২ সকর্ম্মক ক্রিয়াতে, কদাচিৎ অকর্ম্মক ক্রিয়াতে অধিকরণ পদের আকার গ্রহণ করে যেমন লোকে কহে, ঘোড়ায় মারিলেক, লোকে বসে।

নামের পরে 'কে' সংযোগাধীন কর্ম্ম পদের বোধ হয় যথা গুরু শিষ্যকে শিক্ষাইতেছেন। বিশেষ এইযে যেসকল বস্তুর কেবল হ্রাস বৃদ্ধি আছে যেমন বৃক্ষাদি তাহার কর্ম্ম পদে 'কে' সংযোগ বিকল্পে হয় ও যাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই যেমন পুস্তকাদি তাহার কর্ম্ম পদে 'কে' সংযোগ থাকেনা যেমন বৃক্ষ অথবা বৃক্ষকে কাটিতেছে, পুস্তক পড়িতেছে। দান প্রভৃতি কতিপয় ক্রিয়াতে গৌণকর্ম্মেই 'কে' সংযোগ হয় যেমন রাম-শ্যামকে ঘোড়া দিলেন কিন্তু মুখ্যকর্ম্ম যদি মনুষ্য ও নিশ্চিতরূপে

জানাযায় তবে তাহাতে 'কে' সংযোগ বিকল্পে হইবেক যেমন আপন পুত্রকে অথবা পুত্র আমাকে দেও।

অধিকরণ পদকে জানাইবার নিমিত্ত অকারান্ত নামের অন্ত অকার স্থানে 'এ' অথবা 'এতে' আদেশ হয় যেমন ঘরে, ঘরেতে কিন্তু যেসকল নামের অন্তে 'আ' থাকে তাহার শেষে 'তে' 'য়' সংযোগ করা যায় যেমন মৃত্তিকাতে, মৃত্তিকায়। আর যে সকল নামের অন্তে ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ থাকে তাহার শেষে 'তে' সংযোগ হয় যেমন ছুরিতে, বাটীতে, বস্তুতে, বধূতে, জটেতে ইত্যাদি। আর তকারান্ত শব্দের শেষে 'এ' সংযোগ সাধু প্রয়োগ হয় যেমন হাতে প্রভাতে।

সম্বন্ধপদে নাম যদি হলন্ত হয় তবে তদন্তে আর অকারান্ত হইলে তৎস্থানে 'এর' সংযোগ করা যায় যেমন ঘটের, দেবদত্তের। তদ্ভিন্ন নাম মাত্রে 'র' সংযোগ করা যায় যেমন রাজার নদীর ইত্যাদি।

কর্ত্তা

এক বচন।	বহুবচন।	
কাবল	বালকেরা	হলন্ত
মৈত্র	মৈত্রেরা	অ
ঘোড়া	ঘোড়াসকল	আ
কবি	কবিসকল	ই

সাধ্বী	সাধ্বীসকল	ঈ
পশু	পশু সকল	উ
বধূ	বধূসকল	ঊ
জটে	জটে সকল	এ
রৈ	রৈ সকল	ঐ
গো	গো সকল	ও
সৌ	সৌ সকল	ঔ

কর্ম্ম

এক বচন	বহুবচন
বালককে	বালকদিগকে
মৈত্রকে	মৈত্রদিগকে
ঘোড়াকে	ঘোড়াসকলকে
কবিকে	কবি সকলকে
সাধ্বীকে	সাধ্বী সকলকে
পশুকে	পশু সকলকে
বধূকে	বধ সকলকে
জটেকে	জটে সকলকে
রৈকে	রৈ সকলকে
গোকে	গো সকলকে
সৌকে	সৌ সকলকে

অধিকরণ।

এক বচন	বহু বচন
বালকে, বালকেতে	বালকদিগ্যে, বালকদিগেতে
মৈত্রে, মৈত্রেতে	মৈত্রদিগ্যে, মৈত্রদিগতে
ঘোড়াতে, ঘোড়ায়	ঘোড়া সকলেতে
কবিতে	কবি সকলেতে
সাধ্বীতে	সাধ্বী সকলেতে
পশুতে	পশু সকলেতে
বধূতে	বধূ সকলেতে
জটেতে	জটে সকলেতে
রৈতে	রৈ সকলেতে
গোতে	গো সকলেতে
নৌতে	নৌ সকলেতে

সম্বন্ধ।

এক বচন	বহু বচন
বালকের	বালকদিগের, বালকদের
মৈত্রের	মৈত্রদিগের, মৈত্রদের
ঘোড়ার	ঘোড়াসকলের, ঘোড়াদি-গের
কবির	কবিসকলের, কবিদের

সাধ্বীর	সাধ্বীদের, সাধ্বীদিগের
পশুর	পশুদের, পশুদিগের
বধূর	বধূদের, বধূদিগের
জটের	জটেদের, জটেদিগের
	রৈ সকলের
গোর	গোসকলের
সৌর	সৌদের, সৌদিগের

চতুর্থ প্রকরণ।

রূপের বিশেষ বিবেচনা।

মনুষ্যের প্রতি যখন তুচ্ছতা অভিপ্রেত হয় তখন যে সকল শব্দ হলন্ত ও অবিচ্ছেদে উচ্চারিত হয় এবং যে সকল শব্দ অকারান্ত তাহার অন্তে "আ" কারের যোগ হয় যেমন রাম-রামা কৃষ্ণ- কৃষ্ণা। যে সকল হলন্ত শব্দ অবিচ্ছেদে উচ্চারিত না হয় তাহার অন্তে 'এ'কার আইসেযেমন মাণিক-মাণিকে, গোপাল-গোপালে। কিন্তু যেসকল শব্দ শব্দান্তরে মিলিত হয় এবং তাহার শেষ শব্দে দীর্ঘস্বর না থাকে সে সকল শব্দের অবিচ্ছেদে উচ্চারিত শব্দের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে যেমন রামধন-রামধনা। কখন ২ শেষে 'ও' কারের যোগ হয় যেমন দুর্মুখো, যে সকল শব্দ আকারান্ত স্বর

দ্বয় যুক্ত হয় ও তাহার প্রথম অক্ষরে 'আ' থাকে তাহার প্রথম আকারের একারে, দ্বিতীয়ের ওকারে, পরিবর্ত্ত হয় যেমন রাঁধা-রেঁধো কিন্তু অন্য ২ স্থানে প্রায় পরিবর্ত্ত হয় না। যেমন রামা, শ্যামা, ইত্যাদি। আর যে সকল শব্দের অন্তে ই, ঈ, থাকে তাহার পরিবর্ত্তে একার এবং ঈকারান্ত শব্দের আদ্য আকারে 'এ' আদেশ হয় হরি-হরে কাশী-কেশে, উকারান্ত শব্দের উকারের স্থানে 'ও'কার হয় যেমন শম্ভু-শম্ভো কিন্তু স্ত্রীবাচক আকারান্ত শব্দের অন্ত্য আকারের পরিবর্ত্তে ঈকার আদেশ হয় যেমন তারা-তারী, রামা-রামী, ইত্যাদি। স্বরূপ-স্বরূপো, গণেশ-গণেশা, ভোলা-ভুলো, ইত্যাদি কোন২ শব্দ অনিয়মে পরিবর্ত্ত হয়।

পঞ্চমপ্রকরণ।

লিঙ্গ বিষয়।

অন্য২ ভাষার ন্যায় গৌড়ীয় ভাষায় লিঙ্গভেদে নামের ও বিশেষণের প্রায় রূপান্তর হয় না, কিন্তু যেসকল নামের অন্তে অকার কিম্বা আকার থাকে আর যখন সেই শব্দে তজ্জাতীয় স্ত্রীকে বুঝায় তখন অকারের পরিবর্ত্তে "ইনী" আকারের অন্তে 'নী' প্রয়োগ হয় যেমন কৈবর্ত্ত-কৈবর্ত্তিনী, ধোবা-ধোবানী, সেকরা-সেকরানী। অ, এ, ও কারান্ত

বিশেষণ শব্দের স্ত্রীর প্রতি প্রয়োগে অন্ত্যস্বর স্থানে ঈ আদেশ হয় যেমন গৌর-গৌরী, পুঁটে-পুঁটী, দুর্মুখো-দুর্মুখী। মনুষ্য জাতির মধ্যে যে সকল নাম ইকারান্ত, উকারান্ত একারান্ত অথবা "ন, ল" ব্যতিরেকে অন্য কোন হলন্ত শব্দ তাহার স্ত্রীত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত অন্তে 'নী' প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রায় হইয়া থাকে, যেমন বাগ্দি-বাগ্দিনী, কলু-কলুনী, জেলে জেলেনী, নাপিত-নাপিত্নী, কামার-কামারনী, মালি-মালিনী, ইত্যাদি কিন্তু মেলেনী, নাপ্তিনী এ দুই শব্দের কদাচিৎ নিয়মাতিরিক্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে। নকারান্ত নামে স্ত্রীলিঙ্গ বোধের নিমিত্ত ঈকারের প্রয়োগ হয় যেমন মোসলমান-মোসলমানী, পাঠান-পাঠানী। নকারান্ত নামে "ইনী" অথবা "আনী" সংযোগ হয় যেমন চণ্ডাল-চণ্ডালিনী, মোগল-মোগলানী,। সামান্য পশ্বাদির নাম যাহা হলন্ত হয় তাহার স্ত্রীত্ব বোধের নিমিত্ত 'ঈ' কিম্বা "ইনী" ইহার প্রয়োগ করা যায়। যেমন শেয়াল-শেয়ালী, বাঘ-বাঘিনী, সাপ-সাপিনী। যাহা আকারান্ত হয় তাহার আকার স্থানে ঈকার হয় যেমন ভেড়া-ভেড়ী। পশু বাচক কোন২ শব্দের ও কোন২ জাতিবাচক এবং কোন২ যৌগিক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগে পূর্ব্বদীর্ঘ স্বর স্থানে কোন এক হ্রস্ব স্বর হয় যেমন ঘোড়া ঘুড়ী, গোওয়ালা-গোওয়ালিনী, যোগাড়ে-যোগাড়িনী,

ইত্যাদি, অন্য নাম সকল যাহা জ্ঞাতিকুটুম্ব ইত্যাদি সম্বন্ধ বাচক তাহার ভার্য্যা বোধের নিমিত্ত আকারকে, ঈকারে পরিবর্ত্ত করা যায় যেমন খুড়া-খুড়ী, মামা-মামী ইত্যাদি ইকারান্ত নাম সকলের অন্তে "নী" প্রয়োগ হয় যেমন হাতি হাতিনী। অপর স্ত্রীজাতি জ্ঞাপনের নিমিত্ত অনেক শব্দের পূর্ব্বে স্ত্রীশব্দ প্রয়োগ হয়, যেমন চীল-স্ত্রীচীল, শশারু-স্ত্রীশশারু। মনুষ্যের মধ্যে বিশেষঃ জাতি ও দেশ সম্বন্ধীয় স্ত্রীকে সাধারণ সম্বন্ধবাচক শব্দের দ্বারা কহা যায় যেমন বৈদিকের কন্যা, নাগরেরস্ত্রী, ইহুদির বিবী।

নিয়মাতিক্রান্ত লিঙ্গ।

পিতা তাঁহার স্ত্রী "মা" ভাই তাঁহার স্ত্রী "ভার্জা" মাসী তাহার স্বামী মেসো। বলদ, গাই, ইত্যাদি।

গৌড়ীয় ভাষাতে ক্রিয়া পদে, কিম্বা প্রতিসংজ্ঞায়, অথবা বিশেষণ পদে লিঙ্গ জ্ঞাপনের কোন বিশেষ চিহ্ন নাই যেমন সে অন্ধ স্ত্রী ভাল গান করে, সে অন্ধ পুরুষ ভাল গান করে, এস্থলে অন্ধ যে বিশেষণপদ তাহা স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় সম্বন্ধে সমান রূপ রাখিলেক সুতরাং লিঙ্গ বিষয়ে অধিক লিখনে অনর্থক গৌরব হয়।

সপ্তম প্রকারণ।

তদ্ধিত।

দেশবাচক শব্দদ্বারা যখন দেশ সম্বন্ধি পদার্থ বোধ হয় তখন অকারান্ত কিম্বা হলন্ত দেশবাচক শব্দের পরে "ঈ" "ঈয়" অথবা "এ" এই কয়েক প্রত্যয়ের প্রায় সংযোগ হয় যেমন কুরুক্ষেত্রী, গৌড়ীয়, ভাগলপুরে। আকারান্ত দেশবাচক শব্দের পরে ইকারের সংযোগ হয় যেমন ঢাকাই, পাটনাই, ইত্যাদি। ঈকারান্ত শব্দের কোন পরিবর্ত্ত হয়না কেবল সম্বন্ধ পরিণামের রীতিপ্রাপ্ত হয় যেমন কাশীর। হলন্ত নাম সকল যাহা অবিচ্ছেদে উচ্চারিত হয় তাহাতে যদি অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বে আকার থাকে তবে শেষে "ও" সংযোগ এবং ঐ আকারের স্থানে একার প্রায় হইয়া থাকে, আর যদি আকার না থাকিয়া অকার থাকে তবে শেষে কেবল ওকারের সংযোগ হয় এরূপ পরিবর্ত্তের দ্বারা নিত্য অবস্থান অথবা সম্বন্ধ প্রতীত হয় যেমন গেছো, জলো, খড়ো। যে সকল শব্দ বিচ্ছেদরূপে উচ্চারিত হয় তাহার অন্তে 'এ' কিম্বা "ইয়া" সংযোগ হয় যেমন পাহাড়ে, পাহাড়িয়া, পাথর, পাথরিয়া চূন। কিন্তু মাটি হইতে মেটে, মোট হইতে মুটে ইত্যাদি কতিপয় প্রয়োগ নিয়মাতিক্রমে হইয়া থাকে। এসকল প্রয়োগ

বিশেষণ রূপে প্রায় ব্যবহার হয় যেমন ঢাকাই কাপড়, পাটনাই বুট। শব্দ সকল যাহা সম্ভ্রম রহিত সমূহকে কহে তাহার স্বভাব বুঝাইতে "মি" কিম্বা "আমি" ইহার সংযোগ প্রায় করা যায়, যেমন ছেলে, ছেলেমি অর্থাৎ ছেলের স্বভাব। বানর-বানরামি অর্থাৎ বানরের স্বভাব। কিন্তু ঘরামি এশব্দ যদ্যপি পূর্ব্ববৎ "আমি" সংযোগের দ্বারা হইয়াছে তথাপি ঘরের স্বভাব না বুঝাইয়া যে ঘর নির্ম্মাণ করে তাহাকে বুঝায়। এইরূপ কোন২ গৌড়ীয় বিশেষ্য অথবা বিশেষণ শব্দের পরে "আই" সংযোগের দ্বারা তাহার ধর্ম্মকে বুঝায় যেমন বামন-বামনাই, ভাল ভালাই ইত্যাদি। কোন২ শব্দের উত্তর 'গিরি' প্রত্যয়ের দ্বারা তাহার ধর্ম্মকে প্রতীতকরে যেমন গোঁসাইগিরি, কেরানিগিরি ইত্যাদি। গৌড়ীয় ভাষাতে স্বভাব কিম্বা ধর্ম্ম বোধের নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণ কোন নিয়ম নাই কিন্তু সংস্কৃত শব্দ সকল সেই২ অর্থে ভাষায় প্রয়োগ করা যায় যেমন মনুষ্য-মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মনুষ্যের অসাধারণ ধর্ম্ম, উত্তম-উত্তমতা অর্থাৎ যে ধর্ম্ম ব্যক্তিতে থাকিলে উত্তম করিয়া কহায়। এইরূপ 'ত্ব' কিম্বা 'তা' সংযোগের দ্বারা সংস্কৃত বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের ধর্ম্ম কিম্বা স্বভাব বিশেষ প্রতীতি হয়। এইরূপ অন্য২ প্রকার ধর্ম্ম বাচক সংস্কৃত

শব্দ সকল সেই২ অর্থে ভাষাতেও প্রয়োগ করা যায় যেমন ধৈর্য্য-ধীরতা অর্থাৎ ধীরের গুণ, সৌন্দর্য্য, সুন্দরত্ব, সুন্দরের ধর্ম্ম। গৌরব অর্থাৎ গুরুতা ইত্যাদি।

অষ্টম প্রকরণ।

সমাস।

অনেক নামের এক পদের ন্যায় রূপ হওয়াকে সমাস কহি।

দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, অব্যয়ী ভাব, এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হয়।

যে সমাসে প্রত্যেক পদের প্রাধান্য থাকে তাহাকে দ্বন্দ্ব কহা যায় যেমন ভূগোল-খগোল পড়িতেছি, এস্থলে পড়ন ক্রিয়াতে ভূগোল এবং খগোল উভয়ের প্রাধান্যরূপে অন্বয় হইল।

যে২ পদের সমাস হইবেক তদতিরিক্ত অর্থের বোধ যাহার দ্বারা হয় তাহাকে বহুব্রীহি কহি, যেমন মিষ্টমুখো অর্থাৎ যে ব্যক্তির মুখমিষ্ট। এস্থলে সমাসীয় যে মিষ্ট ও মুখ শব্দ, তাহার অতিরিক্ত ব্যক্তির বোধক হইল।

অভেদ অন্বয় বোধক বিশেষ্য বিশেষণ পদের যে

সমাস তাহাকে কর্ম্মধারয় কহা যায়, যেমন কালঘট অর্থাৎ কাল এবং ঘট এ দুয়ের অভেদ অন্বয় হইল।

যে সমাসে ক্রিয়ার পূর্ব্বে কর্ম্ম পদ অথবা কেবল সম্বন্ধ পদ থাকে তাহাকে তৎপুরুষ কহা যায় যেমন বেদাধ্যায়ী, পুরাণপাঠক, অর্থাৎ যে বেদকে পাঠ করে, ও পুরাণকে পাঠ করে, আপনলোক অর্থাৎ আপনার লোক।

প্রতি ইত্যাদি অব্যয় পদের সহিত যে সমাস হয় তাহার নাম অব্যয়ীভাব যেমন প্রতিদিন অর্থাৎ দিনে দিনে, সম্মুখ অর্থাৎ মুখের সমীপ।

সমাস যোগ্য বাক্যে কর্ম্মাদি পদের যে২ চিহ্ন থাকে সমাস হইলে তাহার লোপ হইয়া এক পদ হয় পশ্চাৎ ক্রিয়ার অনুসারে কর্ম্মাদি পদের চিহ্ন হয় যেমন বৃক্ষকে ছেদী এই অর্থে বৃক্ষছেদী প্রয়োগ হয় এস্থলে কর্ম্মপদের চিহ্ন "কে" লোপ হইল, পরে বৃক্ষছেদী-বৃক্ষছেদীকে ডাক, বৃক্ষছেদিতে ক্ষমতা আছে, বৃক্ষছেদির ঘর। কখন২ নিষেধার্থ "ন" শব্দের সহিত হল বর্ণাদি শব্দের সমাস হইলে 'ন' স্থানে 'অ' আদেশ হয় আর স্বরাদি শব্দের সহিত হইলে 'অন্' আদেশ হয় যেমন অলৌকিক অননুকূল। কখন২ সমাস হইয়া অন্ত পদের শেষে 'আ-এ-ও' এই কয় বর্ণের কোন বর্ণ যুক্ত হয়, মুখের চোর-মুখচোরা অর্থাৎ

মুখের কার্য্য বক্তৃতাতে অসমর্থ, তালে বেষ্টিত পুকুর-তাল পুকুরে, বানরের ন্যায় মুখ-বানরমুখো। কখন২ সমাস যোগ্য বাক্যের মধ্যপদ সমাস হইয়া লোপ হইয়া থাকে যেমন তালে বেষ্টিত পুকুর, বানরের ন্যায় মুখ, ঘরের নিমিত্ত পাগল, সোনাদিয়া মোড়া, ইত্যাদি স্থলে বেষ্টিত, ন্যায়, নিমিত্ত, দিয়া, এই সকল পদের লোপ হইয়া তাল পুকুরে, বানরমুখো, ঘরপাগলা, সোনামোড়া, প্রয়োগ হইল। 'আ' 'ও' এই দুই বর্ণ সমাস হইয়া যে শব্দের অন্তে আইসে তাহার স্ত্রীলিঙ্গ করণের নিমিত্ত প্রায় ঈকারের যোগ হয়, যেমন ঘর পাগলী, বানরমুখী, অভাগী, কিন্তু একারান্তের অনেক স্থানে স্ত্রীপুরুষ বোধে বিশেষ নাই যেমন ভিতরবুধে।

ক্রিয়াব্যতী হার।

পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়া করাকে অথবা যদ্দ্বারা ঐ একজাতীয় ক্রিয়া উহ্য হইয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকে ক্রিয়া ব্যতী হার কহা যায়, যেমন মারামারি, লাঠালাঠি, অর্থাৎ লাঠির দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করা, বিশেষ এই যে দৌড়াদৌড়ি ও গালা গালি এই দুই প্রয়োগ কখন২ দ্রুত গমন ও পুনঃ পুনঃ অর্থে ব্যবহার করা যায় যেমন দৌড়া দৌড়ি আইলাম, অনেক গালা গালি দিলাম, এস্থলে সমাস হইয়া পূর্ব্বপদের অন্ত্য স্বরের স্থানে প্রায় 'আ' কখন বা 'ও' আদেশ হয় এবং

অন্ত্য পদের অন্ত্যস্বর স্থানে এবং হলন্ত শব্দের অন্তে “ই” আইসে, যেমন কামড়াকামড়ি, চুলো চুলি।

সমাসের অন্তঃপাতী।

নাম ও সংখ্যা বাচক শব্দের পরে “টা” “টি” প্রয়োগ হয় এবং মনুষ্য কিম্বা পশ্বাদি বাচক শব্দের সহিত অন্বিত হইলে তাহার স্বার্থ কিম্বা তুচ্ছতা বোধ করায় যেমন একটা, দুইটা, মানুষটা, কুকুরটা। যখন প্রাণি বাচক শব্দের সহিত ‘টি’ যোগ হয় তখন দয়া কিম্বা স্নেহের বোধক হইয়া থাকে যেমন একটিবালক, বালকটি। আর অপ্রাণি বাচক শব্দে অন্বিত হইলে তাহার অল্পতা বোধ করায় যেমন একটি টাকা,টাকাটি। “গাছা” এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ সেই সকল শব্দের উত্তর হয় যাহার প্রস্থ অপেক্ষা দীর্ঘতার আধিক্য থাকে যেমন একগাছা দড়ি,দড়িগাছা,কিন্তু ঐ বস্তুর যখন অল্পতা বোধ হয় তখন ‘গাছি’ প্রয়োগ হইয়া থাকে যেমন দড়িগাছি। ‘টুকি’ কিম্বা ‘টুকু’ অল্পতা অর্থে দ্রব দ্রব্য বাচক ও লবণ মাংসাদি কতিপয় শব্দের পরে প্রয়োগ হইয়া থাকে যেমন জলটুকি লবণ টুকু ইত্যাদি। ‘গোটা’ ইহার প্রয়োগ সংখ্যা বাচক শব্দের পূর্ব্বে তাহার অনির্ধারণার্থে হয়, যেমন গোটা চারি টাকা দেও।

'গুলা' ইহার প্রয়োগ নামের পরে হয়, এবং বাহুল্য অর্থ বোধ করায়, যেমন বলদগুলা, টাকাগুলা ইত্যাদি।

'গুলিন' নামের পরে সংযুক্ত হয়, এবং স্নেহকে বুঝায় যেমন বালক গুলিন। 'খান' সেই সকল শব্দের পরে প্রায় আইসে যাহা চেপটা বস্তুর প্রতিপাদক হয় যেমন থালাখান। থান' বিশেষ দীর্ঘতা বিশিষ্টবস্তুবোধকশব্দের সহিত প্রয়োগ হয় যেমন কাপড় থান, একথান কাপড় ইত্যাদি, এইরূপ সণার মোহর শব্দের সহিতও প্রয়োগ হয় যেমন মোহর থান, একথান মোহর। এই সকল প্রত্যয় যাহা পূর্ব্বে কহিলাম তাহার প্রয়োগে বিশেষ এই যখন সংখ্যাবাচকের পরে আসিবেক তখন তাহার বিশেষ্য পদের অনির্ধারণকে বুঝায়, যেমন এক খান নৌকা আন অর্থাৎ অনির্ধারিত যে কোন এক নৌকা আন, আর যখন শব্দের সহিত এসকলের প্রয়োগ হইবেক তখন উভয়ে মিলিত হইয়া একশব্দের ন্যায় রূপ হইবেক, যেমন বালকটাকে ডাক, বালকটার কোন বোধ নাই ইত্যাদি। রূপের পরে 'ই' এই স্বরমাত্রের প্রয়োগ হইলে অন্যের ব্যাবর্ত্তন বুঝায় যেমন আমিই করিয়াছি, আমাকেই দিয়াছেন, আমারই বাটী, অর্থাৎ অন্যের নহে, সেইরূপ 'ও' এই স্বর সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হয় যেমন আমিও গিয়াছিলাম অর্থাৎ

সে গিয়াছিল এবং আমিও গিয়াছিলাম। উক্ত 'ও' কখন বা সমুচ্চয়ার্থ বোধক হইয়া অপেক্ষাকৃত গৌরব অথবা তুচ্ছতাকে বুঝায়, যেমন আমাকেও তুচ্ছ করিলেক, অর্থাৎ অন্যকেকরিলেক এবং আমি যে তাহার অন্যঅপেক্ষা মান্য ছিলাম আমাকেও করিলেক ইত্যাদি। কখন২ পৌনঃপুন্য কিম্বা শীঘ্রতা অথবা ঔদাসীন্য এই সকল অর্থে শব্দের দ্বিত্ব হইয়া থাকে, যেমন থর থর, ধর ধর, থাক থাক, যাও যাও। যখন এক শব্দের পরে তাহার প্রতিরূপ শব্দ কহাযায় তখন তাহাকে অথবা তৎসদৃশ বস্ত্বন্তরকে বুঝায় যেমন জল টল আছে, অর্থাৎ জল কিম্বা তৎসদৃশ পানীয় দ্রব্য আছে, কাপড় চোপড় আছে অর্থাৎ কাপড় কিম্বা তৎসদৃশ বস্ত্বন্তর আছে ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যয় সকলের কেবল পরস্পার সামান্য আলাপে ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু সাধু লিখনে প্রায় আইসে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বরসন্ধি।

অ আ, ই ঈ, উ ঊ, এই দুই২ স্বরের সবর্ণসংজ্ঞা হয়।

যথা, অ আ, পরস্পর সবর্ণ সেই রূপ ই ঈ, এবং উ ঊ, পরস্পর সবর্ণ হয়।

পূর্ব্ব সবর্ণ হ্রস্ব।

পর সবর্ণ দীর্ঘ।

যথা { অ, ই, উ, হ্রস্ব।
　　{ আ, ঈ, ঊ, দীর্ঘ।

স্বর বর্ণ পূর্ব্বপদের অন্তে এবং তাহার সবর্ণ পরপদের আদিতে থাকে, তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে, ঐ উভয় বর্ণ মিলিত হইয়া দীর্ঘ সবর্ণ হয়।

স্বরান্ত		স্বরাদি	রূপ
ভাব	অ	অর্থ	ভাবার্থ
ক্ষমতা	আ	আপন্ন	ক্ষমতাপন্ন
পরম	অ	আয়ুঃ	পরমায়ুঃ
অভি	ই	ইষ্ট	অভীষ্ট
কাশী	ঈ	ঈশ্বর	কাশীশ্বর
যোগি	ই	ঈশ্বর	যোগীশ্বর

কটু	উ	উক্তি	কটূক্তি
চঞ্চু	ঊ	ঊর্দ্ধভাগ	চঞ্চূর্দ্ধভাগ
বাহু	ঊ	ঊর্দ্ধদেশ	বাহূর্দ্ধদেশ

পূর্ব্বপদের অন্তে, অ, আ, এবং পরপদের আদিতে ই ঈ, উ, ঊ, স্বর থাকে তন্মধ্যে অন্যবর্ণ ব্যবধান রহিত হইলে পূর্ব্বস্বরের সহিত ই, ঈ, স্থানে এ, এবং উ ঊ, স্থানে ও, আদেশ হয়।

লাভ	অ	ইচ্ছা	লাভেচ্ছা
পরম	অ	ঈশ্বর	পরমেশ্বর
দেবতা	আ	ইচ্ছা	দেবতেচ্ছা
উমা	আ	ঈশচন্দ্র	উমেশচন্দ্র

উষ্ণ	অ	উদক	উষ্ণোদক
ঊর্দ্ধ	অ	ঊর্দ্ধগমন	ঊর্দ্ধোর্দ্ধগমন
খট্বা	আ	উপরি	খট্বোপরি
অট্টালিকা	আ	ঊর্দ্ধভাগ	অট্টালিকোর্দ্ধভাগ

পূর্ব্বপদের অন্তে ই, ঈ, উ পরপদের আদিতে অ আ উ স্বর থাকে এবং তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ই, ঈ, স্থানে

য, এবং উ স্থানে ব, আদেশ হইয়া পর পদের আদ্য স্বরের সহিত পূর্ব্বপদের অন্ত্য হলবর্ণে যুক্ত হয়।

প্রতি	ই	অহ	প্রত্যহ
অভি	ই	আস	অভ্যাস
বি	ই	উৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
পুষ্করিণী	ঈ	অম্বু	পুষ্করিণ্যম্বু
নদী	ঈ	আগমন	নদ্যাগমন
সরসী	ঈ	উদ্ভব	সরস্যুদ্ভব
পশু	উ	আদি	পশ্বাদি

হলসন্ধি।

পূর্ব্বপদের অন্তে, ক, এবং পরপদের আদিতে অব্যব ধানে আ, ই, ঈ, জ, দ, ব, য, থাকিলে ঐ ক, স্থানে গ, হইয়া পর পদের আদ্যবর্ণে যুক্তহয়।

হলন্ত	স্বরহলাদি	রূপ
বাক্	আড়ম্বর	বাগাড়ম্বর
ত্বক্	ইন্দ্রিয়	ত্বগিন্দ্রিয়
বাক্	ঈশ	বাগীশ
ধিক্	জীবন	ধিগ্জীবন

দিক্	দর্শন	দিগ্দর্শন
দিক্	বিজয়	দিগ্বিজয়
বাক্	যুদ্ধ	বাগ্যুদ্ধ

পূর্ব্বপদের অন্তে, ট, পরপদের আদিতে অ, আ, ঋ, ঐ, দ, ব, র, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ ট, স্থানে ড হইয়া পরপদের আদ্য বর্ণে যুক্ত হয়।

ষট্	অঙ্গ	ষড়ঙ্গ
ষট্	আনন	ষড়ানন
ষট্	ঋতু	ষড়ৃতু
ষট্	ঐশ্বর্য্য	ষড়ৈশ্বর্য্য
ষট্	দর্শন	ষড়্দর্শন
ষট্	বিধ	ষড়্বিধ
ষট্	রস	ষড়্রস

পূর্ব্ব পদের অন্তে ত, এবং পরপদের আদিতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, গ, দ, ধ, ব, র, থাকিলে ঐ ত স্থানে দ হইয়া পরপদের আদ্য বর্ণে যুক্ত হয়।

তৎ	অবধি	তদবধি
ভবিষ্যৎ	আজ্ঞা	ভবিষ্যদাজ্ঞা

তৎ	ইঙ্গিত	তদিঙ্গিত
জগত্	ঈশ্বর	জগদীশ্বর
সৎ	উত্তর	সদুত্তর
তৎ	ঊর্দ্ধ	তদূর্দ্ধ
আপৎ	গ্রস্ত	আপদ্গ্রস্ত
এতৎ	দেশ	এতদ্দেশ
তৎ	ধন	তদ্ধন
সৎ	বন্ধু	সদ্বন্ধু
যৎ	রূপ	যদ্রূপ

পূর্ব্ব পদের অন্তে ত, এবং পরপদের আদিতে অব্যবধানে ন, ম, থাকিলে ঐ ত, স্থানে ন, হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

জগৎ	নাথ	জগন্নাথ
জগৎ	মোহন	জগন্মোহন

পূর্ব্ব পদের অন্তে ত, এবং পরপদের আদিতে, ল, মধ্যে ব্যবধান রহিত হইলে ঐ ত, স্থানে, ল, হইয়া পর পদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

সৎ	লোক	সল্লোক

মূর্দ্ধন্য ষকারের সহিত তবর্গের যোগ হইলে তবর্গের স্থানে টবর্গ হয়।

বিশিষ্	ত	বিশিষ্ট
অনুষ্	থান	অনুষ্ঠান

পূর্ব্ব পদের অন্তে ত পরপদের আদিতে, চ, জ, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ ত স্থানে ক্রমে চ, জ, হইয়া পর পদের আদ্য বর্ণে যুক্ত হয়।

শরৎ	চন্দ্র	শরচ্চন্দ্র
যাবৎ	জীবন	যাবজ্জীবন

পূর্ব্বপদের অন্তে, অনুস্বার ং, পরপদের আদিতে অব্যবধানে স্বর থাকিলে ঐ ং, অনুস্বারের স্থানে ম, হইয়া পর পদের আদিবর্ণে যুক্ত হয়।

কিং	অধিকং	কিমধিকং

পূর্ব্বপদের অন্তে অনুস্বার ং, পরপদের আদিতে অব্যবধানে বর্গীয় ব্যঞ্জন অক্ষর থাকিলে সেইবর্গীয় পঞ্চম অক্ষর ঐ অনুস্বারের স্থানে হইয়া পরপদের আদ্য বর্ণেযুক্ত হয়।

সং	কোচ	সঙ্কোচ
সং	চয়	সঞ্চয়
সং	তরণ	সন্তরণ
সং	পূর্ণ	সম্পূর্ণ

বিসর্গ সন্ধি।

পূর্ব্বপদের অন্ত্য অকারের পর 'ঃ' বিসর্গ, এবং পর পদের আদিতে অকার থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে পূর্ব্বাপর অকারের সহিত 'ও' আদেশ হইয়া পূর্ব্বপদের অন্তে যুক্ত হয়।

বিসর্গান্ত	অকারাদি	রূপ
বয়ঃ	অধিক	বয়োধিক

পূর্ব্বপদের অন্ত্য অকারের পর বিসর্গ এবং পর পদের আদিতে দ, ন, য, ব, র, হ, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান রহিত হইলে পূর্ব্বপদের অন্ত্য অকারের সহিত ঐ বিসর্গ 'ও' হইয়া পূর্ব্বপদের অন্ত্যবর্ণে যুক্ত হয়।

বিসর্গান্ত	হলাদি	রূপ
মনঃ	দুঃখ	মনোদুঃখ
নমঃ	নমঃ	নমোনমঃ
মনঃ	যোগ	মনোযোগ
তেজঃ	বৃদ্ধি	তেজোবৃদ্ধি

যশঃ	রাশি	যশোরাশি
তেজঃ	হ্রাস	তেজোহ্রাস

পূর্ব্বপদের অন্তে 'ঃ' বিসর্গ, পর পদের আদিতে ক, ত, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে 'স' হইয়া পরপদের আদ্য বর্ণে যুক্ত হয়।

তেজঃ	কর	তেজস্কর
মনঃ	তাপ	মনস্তাপ

পূর্ব্ব পদের অন্তে 'ঃ' বিসর্গ, পরপদের আদিতে চ, ছ, থাকে মধ্যে ব্যবধান না থকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে শ, হইয়া পর পদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

নিঃ	চিন্ত	নিশ্চিন্ত
নিঃ	ছিদ্র	নিশ্ছিদ্র

পূর্ব্বপদের অন্ত্য ই, উ, স্বরের পর বিসর্গ এবং পর পদের আদিতে ক, ট, প, ফ, থ কে তন্মধ্যে ব্যবধান রহিত হইলে ঐ বিসর্গ স্থানে ষ হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

নিঃ	কর	নিষ্কর
নিঃ	পাপ	নিষ্পাপ
নিঃ	ফল	নিষ্ফল
দুঃ	কর	দুষ্কর
ধনুঃ	টঙ্কার	ধনুষ্টঙ্কার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকরণ।

প্রতিসংজ্ঞা।

প্রতিনিধিরূপে সর্ব্বপদার্থের বাচক যে শব্দ তাহাকে প্রতিসংজ্ঞা কহাযায়, যেমন আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি। যে প্রতিসংজ্ঞা কেবল বক্তাকে প্রতিপন্ন করে তাহাকে উত্তম অথবা প্রথম পুরুষ কহাযায় যেমন 'আমি'। যাহার-প্রতি বাক্যপ্রয়োগ করাযায় কেবল তাহার প্রতিপাদক যে প্রতিসংজ্ঞা তাহাকে মধ্যম অথবা দ্বিতীয় পুরুষ কহি যেমন 'তুমি'। পূর্ব্ব কথিত বুদ্ধিস্থ পদার্থের বাচক যে শব্দ তাহাকে তৃতীয় পুরুষ কহাযায় যেমন 'সে', ঐ বুদ্ধিস্থ পদার্থ সমক্ষে অভিপ্রেত হইলে তদ্বোধের জন্যে এ, আর অসমক্ষে অথচ দূর অভিপ্রেত হইলে 'সে', আর অল্পদূর অভিপ্রেত হইলে 'ও' ইহার প্রয়োগ করাযায়। যে প্রতিসংজ্ঞা অভিপ্রেতপদার্থের বোধনিমিত্ত বাক্যান্তর সাপেক্ষ হয় তাহাকে সম্বন্ধীয় প্রতিসংজ্ঞা কহাযায়, যেমন-যে আমাকে কহিয়াছিল সে সত্যবাদী। যদ্যপি প্রথম পুরুষ অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া বিশেষ বক্তাকে প্রতিপন্ন করে তথাপি বহুবচনস্থলে বক্তা যে ক্রিয়া করে তজ্জাতীয় ক্রিয়ার সহিত

যাহারং সাহিত্য থাকে তাহাকেও কহে, যেমন আমরা পড়িতেছি অর্থাৎ বক্তার সহিত পাঠক্রিয়ার সাহিত্য যাহার থাকিবেক তাহার এবং বক্তার উভয়ের প্রতিপাদক হয়।

আমি শব্দের রূপ।

কর্ত্তা	কর্ম্ম	অধিকরণ	সম্বন্ধ
আমি	আমাকে	আমায়-আমাতে	আমার
আমরা	আমাদিগকে	* আমাদিগেতে	আমাদের

আমি শব্দের স্থানে—ইতরলোকে মুই—কহিয়া থাকে,

মুই	মোকে	মোতে	মোর
মোরা	মোদিগ্যে	মোদিগেতে	মোদের

তুমি শব্দের রূপ।

তুমি	তোমাকে	তোমাতে	তোমার
তোমরা	তোমাদিগকে	তোমাদিগেতে	তোমাদের

---

* ব্যবহারত শব্দের বহুবচন প্রয়োগে অধিকরণে রূপান্তর নাহইয়া সম্বন্ধীয় রূপের পর উপসর্গের যোগ হয়, যেমন তোমারদের প্রতি, তাহাদিগের উপর।

যাহার উদ্দেশে তুমিশব্দ প্রয়োগ হয় তাহার তুচ্ছতা প্রকাশের নিমিত্ত 'তুমি' স্থানে 'তুই' হইয়া থাকে।

রূপ।

তুই	তোকে	তোতে	তোর
তোরা	তোদিগে্য	তোদিগেতে	তোদের

তুমি, আমি, এইদুই প্রতিসংজ্ঞার যখন সহযোগে ব্যবহার হইবেক তখন কর্তৃপদে তুমি আমি স্থানে তোমায়, আমায়, আদেশ হয়, যেমন-তোমায় আমায় একত্র যাইব ইত্যাদি।

'সে' শব্দের রূপ।

সে	তাহাকে	তাহাতে-তাহায়	তাহার
তাহারা	তাহাদিগকে	তাহাদিগেতে	তাহাদের

যখন সম্মান তাৎপর্য্য হইবেক তখন 'সে' ইহার স্থানে তিনি কিম্বা তেঁহ আদেশ হয়, আর অন্য তাবৎ পরিণামে আদ্য স্বর সানুনাসিক হয়, যেমন-তিনি কিম্বা তেঁহ, তাঁহাকে, তাঁহাদিগেতে, তাঁহাদের, ইত্যাদি।

'এ' শব্দের রূপ।

এ	ইহাকে	ইহাতে	ইহার
ইহারা	ইহাদিগকে	ইহাদিগেতে	ইহাদের

সম্মান অভিপ্রেত হইলে 'এ' স্থানে ইনি আদেশ হয় এবং প্রথম স্বরের ও সানুনাসিক উচ্চারণ হয়।

রূপ।

ইনি	ইহাঁকে	ইহাঁতে	ইহাঁর।
ইহাঁরা	ইহাঁদিগকে	ইহাঁরদিগেতে	ইহাঁদের

'ও' শব্দের রূপ।

'এ' শব্দের ন্যায় ইহার রূপ হয় কেবল ওকারের স্থানে 'উ' হইয়া থাকে, যেমন ও, উহাকে, উহাতে ইত্যাদি। পরস্পর কথোপকথনে কর্তৃ পদ ভিন্ন কারকে যখন 'হা' ইহার লোপ হয়, তখন 'এ' স্থানে 'ই' আদেশ, আর ওকার স্থানে 'উ' আদেশ হয় না, যেমন একে-ওকে দেও।

সম্মান অভিপ্রেত হইলে 'ও' ইহার স্থানে উনি আদেশ আর প্রথম স্বরের সানুনাসিক উচ্চারণ হয়, যেমন, উঁনি, উইাঁকে, উইাঁতে ইত্যাদি। 'যে' এই প্রতিসংজ্ঞার রূপ 'সে' এই প্রতিসংজ্ঞার ন্যায় হয়, যেমন-যে, যাহাকে, যাহাতে, যাহার ইত্যাদি। সম্মান অভিপ্রেত হইলে, যিঁনি, যাঁহাকে ইত্যাদিরূপে পরিণাম হয়। জিজ্ঞাসারবিষয়পদার্থ যদি ব্যক্তি হয় তবে 'কে' আর যদি বস্তু হয় তবে 'কি' ইহার প্রয়োগ হয় কিন্তু উক্ত কিম্বা উহ্য ক্রিয়া তাহার যোজক হইয়া থাকে, যেমন কে কহিয়াছিল। এস্থলে কহিয়া-

ছিল ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, 'কে' অর্থাৎ বসিয়াছেন অথবা গিয়াছে, এস্থলে ক্রিয়া উহ্য হইল। এবং কি কহিতেছ, কি, অর্থাৎ দ্রব্য হয় ইত্যাদি। 'কে' ইহার রূপ 'যে' ইহার ন্যায় জানিবে, প্রভেদ এই যে সন্মান অভিপ্রেত হইলেও বিশেষ নাই। সে, যে, কে, শব্দের কর্ত্তৃ পদ ভিন্ন কারকে কথোপকথনে 'হা' ইহার লোপ হয় যেমন-তাকে, যাকে, কাকে বল ইত্যাদি। যদি সময় জিজ্ঞাস্য হয় তবে 'কবে' আর 'কখন' ইহার প্রয়োগ হয় এবং ইহার রূপান্তর নাই, কিন্তু প্রভেদ এই যে কবে ইহার প্রয়োগ দিন জিজ্ঞাস্য, আর কখন ইহার প্রয়োগ সময় জিজ্ঞাস্য হইলে প্রায় হইয়া থাকে, যেমন-কবে যাইবে অর্থাৎ কোন দিন যাইবে কখন যাইবে অর্থাৎ কোন সময়ে যাইবে। যখন স্থান জিজ্ঞাস্য হয় তখন কোথা কিম্বা কোথায় ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন-কোথা যাইবে, কোথায় যাইবে। অবস্থা কিম্বা প্রকার জিজ্ঞাস্য হইলে 'কেমন' শব্দের প্রয়োগ হয় যথা কেমন আছেন-ইহার রূপান্তর নাই।

'কি' ইহাররূপ।

কি, কি, কিসে—কিসেতে কিসের।

নান্ত 'কোন্' শব্দ কে, কি, কবে, কোথা, ইহার প্রতিনিধি স্বরূপ হয় এশব্দ অব্যয় ইহার রূপান্তর হয় না,

আর বিশেষণ পদেরন্যায় ব্যবহার হয়, যথা, কোন্ ব্যক্তি তোমাকে মারিলেক, অর্থাৎ কে তোমাকে মারিলেক, কোন্ পুস্তক পড়িতেছ অর্থাৎ কি পুস্তক পড়িতেছ, কোন্ দিবস যাইবে অর্থাৎ কবে যাইবে, কোন্ স্থানে যাইতেছ অর্থাৎ কোথায় যাইতেছ। যখন অনির্দ্ধারিত এক ব্যক্তি অথবা বস্তু জিজ্ঞাস্য হয় তখন অকারান্ত ' কোন ' এই শব্দ বিশেষণের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন কোন মনুষ্য ঘরে আছে অর্থাৎ মনুষ্যের কোন এক ব্যক্তি ঘরে আছে। কোন পুস্তক নিকটে আছে। অর্থাৎ পুস্তকের কোন একখান নিকটে আছে। অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হইলে 'কেও' কিম্বা 'কেহ' ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কেও অথবা কেহ ঘরে আছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ঘরে আছে।

কোন শব্দ এবং কেহ শব্দ যখন দ্বিরুক্ত হয় তখন প্রশ্ন অভিপ্রেত না হইয়া অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি সকলকে বুঝায়, যেমন কোন২ ব্রাহ্মণ, কেহ২ কহে। আপন এই শব্দ নামের অথবা প্রতিসংজ্ঞার পর অন্যের ব্যাবর্ত্তনার্থ প্রয়োগ হয়, যেমন সে আপন পুত্রকে দান করিলেক অর্থাৎ অন্যের পুত্রকে নহে। আপনি এই শব্দ নামের কিম্বা প্রতিসংজ্ঞার পরে নির্দ্ধারণার্থ প্রয়োগ হয়, যেমন সে আপনি মারিলেক অর্থাৎ সে স্বয়ং মারিয়াছে ইত্যাদি,

এবং আমি আপনি, তুমি আপনি, রাজা আপনি ইত্যাদি। আপনি এই শব্দ কখন২ দ্বিতীয় পুরুষের প্রতি তাহার সন্মানঅভিপ্রেতার্থে প্রযোগ হয়, তৎকালে তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে, যেমন আপনি কোথায় যাইতেছেন ইত্যাদি, এবং উহার রূপ আমি ইত্যাদি প্রতিসংজ্ঞার ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন একবচনে আপনি, আপনাকে, আপনাতে, আপনার। বহুবচনে আপনারা, আপনাদিগকে,——আপনাদিগের।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গুণাত্মক বিশেষণ।

যে সকল বিশেষণপদ কালসম্বন্ধব্যতিরেকে বস্তুর গুণ অথবা অবস্থাকে প্রতিপন্ন করে তাহাকে গুণাত্মকবিশেষণ কহাযায় যেমন ভাল, মন্দ ইত্যাদি। ঐ গুণাত্মক বিশেষণশব্দ বিশেষ্যের পূর্ব্বে যুক্ত হইয়া তাহার গুণকে কহে, বিশেষ্য কখন উক্ত হয়-যেমন বড় মনুষ্যকে সম্মান কর, আর কখন উহ্য হয়-যেমন বড়কে মান্য কর, অর্থাৎ বড় মনুষ্যকে মান্য কর। যখন বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বে গুণাত্মক বিশেষণের প্রয়োগ হয় তখন সমাস হইয়া একপদ হইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃত গুণাত্মক বিশেষণশব্দে এনিয়ম সর্ব্বদা থাকে না অর্থাৎ লিঙ্গচিহ্ন কদাচিৎ দৃষ্ট হয় যেমন জ্যেষ্ঠা কন্যা, দুষ্টা ভার্য্যাকে ত্যাগ করা উচিত ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষ্য শব্দ যখন উক্ত না হয় তখন কি সংস্কৃত কি ভাষা গুণাত্মক শব্দ সকলের রূপ পূর্ব্বোক্ত বিশেষ্যশব্দের রূপের ন্যায় গৌড়ীয় ভাষাতে ও হইয়া থাকে।

একবচন	বহুবচন
বড়	বড়রা
বড়কে	বড়দিগকে
বড়তে	——
বড়র	বড়দের

ক্ষুদ্রশব্দ সংস্কৃত ইহার রূপ ও ঐ প্রকার হয়।

ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্রেরা
ক্ষুদ্রকে	ক্ষুদ্রদিগকে
ক্ষুদ্রে-ক্ষুদ্রেতে	——
ক্ষুদ্রের	ক্ষুদ্রদিগের

গুণাত্মকশব্দ কি ভাষা কি সংস্কৃত যাহা ভাষাতে ব্যবহার্য্য হয় তাহা সকল পূর্ব্বোক্তঅর্থে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে টা, টি, গাছা, গুলা, গুলিন, খান, থান, ইহার সহিত সংযুক্ত হয় যেমন বড়টাকে দেও, কিন্তু বিশেষ্য শব্দ উক্ত হইলে তাহার সহিত প্রয়োগ হয়-যেমন বড় ঘোড়াটাকে দেও। সংস্কৃত অনেক বিশেষণ শব্দ যাহা ভাষাতে ব্যবহার্য্য হয় তাহা সংস্কৃত বিশেষণ কিম্বা বিশেষ্য শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হয়-যেমন ধার্ম্মিক, অর্থাৎ ধর্ম্ম শব্দ যাহা বিশেষ্য হয় তাহাহইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেইরূপ মাস হইতে মাসিক, জ্ঞান হইতে জ্ঞানী ইত্যাদি। নির্ধন-নির্ শব্দ ও ধন শব্দের সমাসে হয়। সংস্কৃত গুণাত্মক বিশেষণ যখন ব্যবহার্য্য হয় তখন সংস্কৃতের নিয়মানুসারে উত্তরোত্তর গুণের আধিক্য জানাইবার নিমিত্ত 'তর' ও 'তম' ইহার সংযোগ ঐ বিশেষণ শব্দের সহিত হইয়া থাকে। গুণবিশিষ্ট দুই বস্তুর মধ্যে একের গুণাধিক

বুঝাইতে তাহার সহিত 'তর' ইহার প্রয়োগ করাযায় যেমন শ্যাম হইতে রাম বিজ্ঞতর। এবং গুণবিশিষ্ট অনেকের মধ্যে একের গুণাধিক্য বুঝিতে 'তম' ইহার সংযোগ হয় যেমন শ্যাম ও রাম হইতে কৃষ্ণ বিজ্ঞতম ইত্যাদি। এইরূপ অতি, অত্যন্ত, অতিশয়, এই সকল শব্দ গুণাত্মকবিশেষণের পূর্ব্বে প্রয়োগদ্বারা গুণের আধিক্য বুঝায় যেমন অতি সুন্দর, অত্যন্ত মিষ্ট ইত্যাদি। বিদ্যমান অর্থ বুঝিতে অ, আ, ম, এই কয় বর্ণান্তশব্দ আর পঞ্চবর্গের পঞ্চম অক্ষর ভিন্ন যে কোন অক্ষরান্ত শব্দের অন্তে পুংলিঙ্গে 'বান্' শব্দের সংযোগ হয়-যেমন ভাগ্যবান্, আর স্ত্রীলিঙ্গে 'বতী' যেমন ভাগ্যবতী, ইহা ভিন্নস্থলে 'মান' 'মতী' হয়-যেমন বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমতী। কোন গুণাত্মক শব্দের কেবল গুণ অভিপ্রেত হইলে তাহার উত্তর সংস্কৃত নিয়মানুসারে 'ত্ব' কিম্বা 'তা' ইহার প্রয়োগ হয় কিন্তু ইহা সংস্কৃত গুণাত্মক শব্দের পরেই প্রায় হয় কদাচিৎ ভাষায় ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে, যেমন ক্ষুদ্রত্ব, ক্ষুদ্রতা, বড়ত্ব। কখন সংস্কৃত নিয়মানুসারে আকারেরও পরিবর্ত্ত হইয়াথাকে-যেমন ধীর হইতে ধৈর্য্য, শূর হইতে শৌর্য্য ইত্যাদি। এসকল গুণাত্মক শব্দের আকারের পরিবর্ত্তের বিশেষজ্ঞান সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞানাধীন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক্রিয়াত্মক বিশেষণ।

প্রথম প্রকরণ।

যেসকলশব্দ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল সম্বলিত অবস্থাকে বোধ করায় তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি, যেমন আমি পাঠ করিতেছি-পাঠ করিয়াছি-পাঠ করিব।

সেই ক্রিয়াত্মক বিশেষণ দুই প্রকার হয় এক সকর্ম্মক দ্বিতীয় অকর্ম্মক। যে ক্রিয়া কর্ত্তা হইতে নিষ্পন্ন হইয়া অন্যকে ব্যাপে তাহাকে সকর্ম্মক কহাযায়-যেমন সে রামকে মারিলেক, আর যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া কেবল কর্ত্তাতে বর্ত্তে তাহাকে অকর্ম্মক বলাযায় যেমন-রাম মরিলেন। সেই সকর্ম্মক ক্রিয়া দুইপ্রকার হয় এক কর্তৃবাচক দ্বিতীয় কর্ম্মবাচক। বাক্যস্থ যে ক্রিয়ার প্রাধান্যরূপে কর্ত্তা অভিপ্রেত হয় তাহাকে কর্তৃবাচক কহি-যেমন দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে মারিলেন, আর যে ক্রিয়ার কর্ম্ম প্রাধান্যরূপে অভিপ্রেত হয় তাহাকে কর্ম্মবাচক কহি-যেমন দেবদত্তদ্বারা যজ্ঞদত্ত মারা গেলেন। সেই ক্রিয়াত্মক বিশেষণ যেমন অবস্থাকে ও অবস্থার সহিত কালকে প্রতিপন্ন করে সেই

রূপ বাক্যের অভিপ্রেত পদার্থের সহিত সম্বন্ধকেও কহে যেমন দেবদত্ত যাইতেছেন, এস্থলে যাইতেছেন এই যে পদ সে দেবদত্তের অবস্থা যে যাওন তাহাকে এবং তাহার সহিত বর্ত্তমান কালকে এবং দেব দত্তের সহিত ঐ অবস্থার সম্বন্ধকে বুঝাইতেছে।

ঐ সম্বন্ধ যদি নিশ্চিত হয় তবে ক্রিয়াকে নির্ধারণ প্রকার কহা যায়, যেমন আমি যাইব।

যদি সে সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধের অপেক্ষা করে তবে তাহাকে সংযোজন প্রকার কহি। এস্থলে বাক্যের সম্পূর্ণতা নিমিত্ত অন্য ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব বাক্যীয় ক্রিয়ার সহিত দ্বৈধ বোধক কোন অব্যয় শব্দের প্রয়োগ হয় এবং দ্বিতীয় বাক্যীয় ক্রিয়াতে প্রয়োজনপ্রতীতি হয়-যেমন তুমি যদি যাও তবে আমি যাইব। নির্ধারণপ্রকারের বর্ত্তমান কালের যে প্রকাররূপ থাকে সেইরূপেই এস্থলে প্রয়োগ হয় কেবল যদি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগমাত্র অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্য যাহার দ্বারা বাক্যেরপূর্ণতা হয় তাহার ক্রিয়াতে ভবিষ্যৎকালের রূপ হইবেক, এবং ঐ দ্বিতীয় বাক্যস্থ ক্রিয়ার পূর্ব্বে তবে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয় যেমন যদি তুমি মার তবে আমি মারিব। কখন২ এরূপ স্থলে যদি পভৃতি অব্যয়ের লোপ হইয়া

থাকে, যেমন তুমি মার আমি মারিব। যদি প্রভৃতি শব্দের বোধনার্থ উত্তর বাক্যে 'তবে' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ কখনং হইয়া থাকে, যেমন তুমি মার তবে আমি মারিব,-এইরূপ দ্বিতীয় বাক্যের পূর্ব্বস্থ তবে ইত্যাদি শব্দের লোপ হয় যেমন তুমি আমাকে মারিতে তোমাকে আমি মারিতাম।

যদি সে সম্বন্ধ অনুমতি বোধক হয় তবে সে ক্রিয়াকে নিয়োজন প্রকার কহি-যেমন তুমি যাও।

আর যদি সে সম্বন্ধ প্রার্থনার বোধক হয় তবে তাহাকে সংযাচন প্রকার কহাযায়-যেমন আমি করিব।

আখ্যাতিক বিভক্তি কিম্বা প্রত্যয়।

বিবরণ।

যেসকল শব্দ ধাতুর উত্তরে প্রযুক্ত হইয়া নানাবিধ কালকে প্রকাশ করে তাহাকে আখ্যাতিক বিভক্তি কিম্বা প্রত্যয় কহাযায়।

বিভক্তি বাচ্যকাল।

ক্রিয়ার সহিত নানাবিধ কালিক সম্বন্ধ যাহা বিভক্তি দ্বারা প্রতীত হয় তাহাকে প্রত্যয় বাচ্য কাল কহি-যেমন আমি মারিলাম, আমি মারিয়াছি, আমি মারিব।